দৈনিক
ইত্তেফাক

11 JAN 2017
2

যশোর সেনানিবাসে প্রয়াসের এক বিশেষ শিশুকে ছবি আঁকা শেখাচ্ছেন শিক্ষক -আইএসপিআর

'বিশেষ শিশু'দের সমাজের মূলধারায় এগিয়ে নিতে চায় 'প্রয়াস'

■ আহমেদ সাঈদ কুলবুল, যশোর সেনানিবাস ঘুরে

'রলি পলি আপ আপ আপ, রলি পলি ডাউন ডাউন ডাউন, রলি পলি আউট আউট আউট, রলি পলি ইন ইন ইন'— সমবেত কণ্ঠে শিক্ষকের সাথে সাথে এভাবেই ছড়া কাটছিল ওরা। ওরা সবাই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু। 'বিশেষ শিশু বিশেষ অধিকার'— এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'প্রয়াস' পরিচালিত হচ্ছে। মানসিক বিকলতা, অটিজম, বাক, শ্রবণ, দৃষ্টি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী বিশেষ শিশুদের সেবা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাভাবিক শিশুদের মতো উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং সমাজে পুনর্বাসনে সহায়তা করা এই স্কুলের লক্ষ্য।

২০০৮ সালের ২৪ এপ্রিল ১৬ ছাত্র-ছাত্রী ও একজন শিক্ষককে নিয়ে প্রয়াসের যাত্রা শুরু। বর্তমানে ১০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, ২৬ জন শিক্ষক, ৩ জন থেরাপিস্ট ও ২০ জন শ্রেণি সহকারী রয়েছেন। ক্লাসের বাইরে রিক্রিয়েশন রুম, থেরাপি সেন্টার এবং খেলাধুলার বিশেষ কিছু উপকরণ রয়েছে এখানে। ৮ বছরের সাফল্য বলতে সমাজের মূলধারার সাথে যুক্ত করার প্রয়াসে এখানকার ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। সাধারণ স্কুলের ছেলে-মেয়েরা এখানকার স্কুল পরিদর্শনে আসছে। এর মধ্যদিয়ে আত্মবিশ্বাসের একটি সুযোগ তৈরি হচ্ছে বিশেষ শিশুদের। আরো বড় ব্যাপারটি হলো এখানকার ১১ জন ছেলে-মেয়ে আগামী বছর বসবে পিইসি'র পরীক্ষায়।

৪ জানুয়ারি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে উপস্থিত ছিল ৬ জন। শ্রেণিকক্ষে দেখা গেল ছাত্র-ছাত্রীরা রঙ মেলানোর খেলায় মগ্ন। এই ক্লাসের আনাসুল করিম লিওর বয়স ১৮ বছর। ২ বছর ধরে সে এখানকার ছাত্র। শ্রেণিশিক্ষক জানালেন, লিও কোনোকিছু মনে রাখতে পারে না। সে খুবই আবেগপ্রবণ। আগে ক্লাসে স্থির হয়ে বসত না। এখন বসে। শিক্ষকের নির্দেশনা মান্য করে। ১৭ বছরের জান্নাতুল ফেরদৌস যুথি ৫ বছর এখানে আছে। সে পড়ালেখা মনে রাখতে পারে না। আগের সমস্যা কাটিয়ে উঠে টয়লেট একাই করতে পারে। লিখতে পারে শুধু 'অ'। তাইফ হাসানের (৯) মা যশোর শহরের মিশনপাড়ার তানিয়া হাসান জানান, তার ছেলেটি হাঁটতে পারে না। আড়াই বছর এখানে পড়ালেখার পর এখন নিজে নিজে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এ টু জেড, ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত লিখতে পারে। এতটা আশা করেননি মা।

'প্রয়াস'-এ আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নামে ৩টি লেভেলের ক্লাস রয়েছে। লেভেল-১-এর শ্রেণি শিক্ষিকা মিনা সুলতানা ও সাবরিনা খাতুন জানান, এখানকার অনেক শিশু অনেক ইমপ্রুভ করেছে। বেবির সাথে মা থাকেন। তারা এটাকে বলেন মা ও শিশু শ্রেণি। এক থেকে তিন লেভেল পার হয়ে অনেকেই মূল ক্লাসে উঠছে।

প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ সোহেলী সুলতানা লাবনী বলেন, 'এরা যেহেতু বিশেষ শিশু, তাই এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমরা মা-বাবার কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই এদের ফেলে না রেখে সমাজের অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হোক। আর এটা দিতে পেরেছি বলে অভিভাবকরাও আস্থা পাচ্ছেন।' তিনি বলেন, 'আমরা এসব শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছি। জাতীয় কারিকুলামের আওতায় আনছি। তাদের জন্য উচ্চশিক্ষা, উন্নত পরিবেশের ব্যবস্থা করেছি। তাঁরা সঠিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা পাচ্ছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে যুক্ত করছি। ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে তাদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।' তিনি আরো জানান, ২ বছর বয়স থেকে এখানে শিশুদের নেয়া হয়। বছরের যেকোনো সময় ভর্তির সুযোগ রয়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে। এটা মা ও শিশু বিদ্যালয়। বাসায় কিভাবে টেক কেয়ার করবে তা মা-বাবা দুজনকেই এখানে শেখানো হয়।